দেশ দর্শন

মখদুম আজম মাশরাফী

বিমান মাটি ছুঁতেই, চেনা হাওয়া আমাকে আমন্ত্রন জানালো;
তারও আগে, বিমান-জানালায় দেখা দেশখানি
জাগিয়ে তুললো এক ফুল্ল অতীত।
হঠাৎ বাংলা আমাকে ঘিরে ধরলো নেতাকে জনতার মত,
বস্তুতঃ আষ্টে-পিষ্টে উষণ আলিঙ্গনে জড়ালো
স্বাগতিক স্বদেশের প্রায় সব কিছু।

যেন সালাম-জব্বার, ওদের মুখগুলো হয়ে উঠলো মূখর;
যেন ওরা বলে যেতে থাকলো সংলাপ,
যেন অজস্র কণ্ঠে কোরাসে আবৃত্ত হতে থাকলো
বাংলার অমর কবিতাগুলি। যেন গীত হতে থাকলো
হাসন লালনের অমর পল্লীমন্ত জীবন সঙ্গীতসঞ্চার।
আমার চারিদিকে বর্ণমালার দল যেন কোলাহল করে,
শিশুদলের মত ছুটে এলো আমার দিকে, আমাকে ঘিরতে।
পথে যেতে যেতে দু'পাশের সাইনবোর্ড থেকে
বাংলাবর্ণের আনন্দিত মুখমন্ডল
আমাকে উদ্ভাসিত সম্ভাষে আমন্ত্রন জানালো।

আমার নির্বাক অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে
পথের ধুলোরা উড়ে এসে বুলালো পরশ;
মালিন্য, বিচূর্ণ বিটুমিন, চূর্ণ ফুটপাত,
ফুটপাতের পাশ ঘেষে জমে থাকা কাদাজল,
ছড়ানো-ছিটানো পথ-জঞ্জাল-- সবকিছু
যেন স্মৃতি খুঁড়ে জাগিয়ে তুললো এক প্রানবন্ত হাসিমুখ
ছিন্নবস্ত্রা, মলিনা জননীকে।

এখানে এ এক অদ্ভূত উৎসব, এ এক অন্তহীন মেলা,
মানহীন জীবনের ফুল্ল স্রোতে অসংখ্য তালিমারা পালতোলা
বজরায় সওয়ার যেন মানুষের স্রোত।
কুঁপির আলোর পাশে পিঠার পশরা ঘিরে
ফুটপাতে জমে উঠছে আনন্দমুখর মানুষের
সততঃ সংলাপ মুখর আলাপন।

লাকড়ীর চুলোয় আগুনের শিখা,

যেন উস্কে দিচ্ছে অবিদ্যুতে বেড়ে ওঠা
আমাদেন চিরায়ত গ্রামীন জীবন।
ভাজা হচ্ছে পিঁয়াজু-পাকোড়া আর বেগুনী-বুন্দিয়া;
এ সবই পথপাশে, ফুটপাতে।
কড়াই এ গরম তেলে যে উত্তাপ, যে ঘূর্ণমান চেতনার স্ফুটন,
যেন এ দেশের মানুষেরই অতি উষ্ন জীবনের অক্লান্ত প্রতীক।

যে দিকে তাকাই, শিল্পশৈলীর ছোয়া যেন চারিদিক;
পথপাশে ঝুপড়ি দোকান ঘরে তৈরী হচ্ছে কাঠের আসবাব,
ঐতিহ্যমন্ডিত সব সুক্ষ কারুকাজে ভরা নিপুন সব দক্ষতার মান।
একটু আড়াল গলিতে ঢুকে পড়লেই চোখে পড়ে
আরেক অবাক সেই শিল্প মহিমা;
লোহা কেটে তৈরী হচ্ছে জানালার গরাদ,
ওয়েলডিং এ জুড়ে জুড়ে গাঁথা হচ্ছে ইস্পাতের কবিতা।

কিছুই ফেলনা নয় যেন,
রোগাক্রান্ত পৃথিবীর অসুখ সারাতে,
পৃথিবী যখন ব্যর্থ কোপেনহেগেনে, কিয়োটোতে, তখন,
এখানে এরা জঞ্জাল ঘেটে তুলে আনছে
রিসাইকেলের প্রতিটি পণ্য। শিশু ও নারীরা
নিজেকে অসুস্থ করে যেন সারিয়ে তুলিতে চায় পৃথিবীর অসুখ।
কোথাও কোন বিমর্ষতা দেখি না,
দুঃখ-দারীদ্র যেন নিত্য সাথী, প্রতিবন্ধী বন্ধুর মত
কাঁধে রেখে ভর, সাথে চলে বন্ধুর সাথে
জীবনের অফুরন্ত উৎসবে।
শিশু ও কিশোর, নারী ও যুবক,
যেন এই বিশাল কর্ম্মযজ্ঞে মহাব্যস্ত মহানন্দে পল-অনুপলে।
ফুটপাতে মুচির দক্ষ হাতে সেরে উঠছে
ছেড়া ছেন্ডেল, স্যুটকেস-- যে কোন জিনিষ;
রং আর পালিশে জীবন পাচ্ছে মূমুর্ষ পাদুকা আর হরেক পণ্য।
কিয়োটো বা কোপেনহেগেন কি কখনও ভাবতে পারে
কতখানি পরিবেশ বান্ধব এই শৈলী মুচিরা?

রেঁস্তোরায় বসে, বিমুগ্ধ বিশ্ময় চোখে দেখি
কর্মী বালক-যুবা-কিশোরের ছন্দিত কর্ম্ম জীবন;
সম্মুখে রঁসুই এ তড়িৎ রান্নার হাত, সচছন্দে বানায় সব পরোটা-তন্দুর;
কি অবাক সরব শৃঙ্খলা, পৌঁছে দেয় বিচিত্র খাবার সম্ভারগুলি প্রতিটি টেবিলে।
কোন 'প্রশিক্ষণ শিবির' নেই, নেই কোন 'কর্ম্মশালা' এ সব শেখাতে।
তবুও এ বিশ্ময়-শিল্প প্রানবন্ত হয়ে আছে দশক..দশক ধরে এই বাংলায়।

এদের দক্ষ-শৈলীর কোন শ্রমমূল্য অতি সামান্য জানি,
অভিযোগহীন, তবু এরা বয়ে নিচ্ছে
জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত এ দেশের অপূর্ব শিল্পাবলী;
আনন্দময় কর্ম্মযজ্ঞে জাগিয়ে রেখেছে নিত্য প্রাণবন্ত জীবনের ছবি।

হৈমন্তী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৮ জানুয়ারী ২০১১